তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

ইংরেজি প্রভাষক বনাম নিবন্ধন পরীক্ষা

আমাদের দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাগুলোতে শিক্ষক প্রভাষক নিয়োগের নিবন্ধন পরীক্ষা প্রথমবারের মতো ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে মাত্র ৫০৩ জন প্রভাষক পদের জন্য উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যেখানে বাংলা প্রভাষক ৩ গুণেরও বেশী অর্থাৎ ২১৯০ জন সেখানে বাংলা প্রভাষকের শূন্যপদ তুলনামূলক কম। অন্তত ইংরেজি প্রভাষকের চেয়ে বেশী নয়। অথচ নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা বাংলা প্রভাষকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ইংরেজি প্রভাষকের জন্য তা চাওয়া মানে হচ্ছে তেল আর পানিকে একাকার করে বিক্রি করার সামিল। সরকার বোধ হয় চান না আমাদের দেশের ইংরেজি প্রভাষকের শূন্যপদগুলো পূরণ হোক। না হয় বিগত ২১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত 'ইংরেজি শিক্ষকের ঘাটতি পূরণে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড় দেয়া হবে' শিরোনামের খবরে লেখা হয়েছিল—বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের ঘাটতি পূরণে শিক্ষাগত ন্যূনতম যোগ্যতার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হবে। ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে সুপারিশ করেছিল। বৈঠকে আরো বলা হয়েছিল, ইংরেজি বিষয়ে যারা অনার্স কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়েছেন তাদের শিক্ষাজীবনের যে কোনো দু'টি স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী থাকলেও তারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন। আর ডিগ্রী পর্যায়ে ৩শ' মার্কসের ইংরেজি নিয়ে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, মাধ্যমিক স্তরে তারাও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন ইত্যাদি। তাই শিথিলতার মনোভাব পোষণ করে নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত। এতে তারা যদি নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করে প্রভাষক হতে পারে এতে আর কারো ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। অথচ প্রথমবারের নিবন্ধন পরীক্ষায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়/দাখিল মাদরাসায় সহকারী শিক্ষকের (ইংরেজি) ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি বিষয়ে পাঠ্য চাওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠ্য চাওয়া হয়েছে। ফলে যারা স্নাতক পর্যায়ে শুধুমাত্র ১০০ নম্বরের ইংরেজি নিয়ে কোনরকমে পাস করেছে তারাও ইংরেজি শিক্ষক হতে পারবেন। কিন্তু ইংরেজিতে ন্যূনতম ডিগ্রী ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারীরা কেন নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক ইংরেজি প্রভাষক হতে পারবেন না তা বোধগম্য নয়। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যাদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

মোঃ আলমগীর হোসেন, *বারেশ্বর, বুড়িচং, কুমিল্লা।*